সংবাদ সম্মেলন:
রোহিঙ্গা সংকটের দশম বর্ষ

রোহিঙ্গা সাড়াদানের স্থানীয়করণ বিষয়ক গবেষণা ২০২৬

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের তহবিল কোথায় যাচ্ছে?

২৫ আগস্ট ২০২৬

CCNF
COAST Foundation

Background

- বাংলাদেশে বর্তমানে (জুলাই ২০২৬) ১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী অবস্থান করছে।
- উখিয়া, টেকনাফ ও ভাসানচরের ৩৩টি ক্যাম্পে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বসবাস করছে।
- মানবিক সহায়তার জন্য তহবিল উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে।
- স্থানীয় এনজিওগুলো এখনও স্থানীয়করণ রোডম্যাপ বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি।
- স্থানীয়করণসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো স্থানীয় এনজিওগুলোর মতামত ও কণ্ঠস্বরকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না; বরং রোহিঙ্গা মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তহবিল নিজেদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করছে।
- ফলে, উচ্চ পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় রোহিঙ্গাদের জন্য সরাসরি সেবা প্রদানের সক্ষমতা সীমিত করছে এবং সামগ্রিক সহায়তার পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ

- রোহিঙ্গা মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমের সমন্বয় কাঠামোর পরিচালনা, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো বিশ্লেষণ করা।
- রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় সংস্থাগুলোর জন্য পুলড ফান্ডিং ব্যবস্থার ফলাফল ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।
- মানবিক সমন্বয় এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্থানীয় এনজিও ও সিএসওগুলোর অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও প্রভাবের মাত্রা পর্যালোচনা করা।
- রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল কোথায় ব্যয় হচ্ছে, তা অনুসন্ধান করা।
- রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে স্থানীয় নেতৃত্বাধীন মানবিক কার্যক্রম (Locally Led Humanitarian Action) এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রধান বাধা ও সম্ভাব্য সুযোগগুলো চিহ্নিত করা।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত: উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

সাহিত্য ও নথি পর্যালোচনা:

- গ্র্যান্ড বার্গেইন অঙ্গীকার এবং স্থানীয়করণ কাঠামো
- জাতিসংঘের মানবিক সাড়া পুনর্গঠন (Humanitarian Reset) সংক্রান্ত নথিপত্র
- যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (Joint Response Plans—JRPs)
- ক্লাস্টার সমন্বয় সংক্রান্ত নির্দেশিকা
- পুলড ফান্ড (Pooled Fund) সংক্রান্ত নীতিমালা ও প্রতিবেদন
- স্থানীয়করণ ও মানবিক অংশীদারিত্ববিষয়ক পূর্ববর্তী গবেষণা
- স্থানীয় এনজিও নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

Rohingya Coordination Team (RCT)

গবেষণার ফলাফল

- জাতিসংঘের সংস্থাগুলো (UN Agencies) সর্বাধিক ৫৪% প্রতিনিধিত্ব করছে।
- অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক এনজিও, জাতীয় এনজিও এবং স্থানীয় এনজিও-প্রতিটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব মোট কাঠামোর মাত্র ১৫% ।

ফলে, রোহিঙ্গা মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমের সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো মূলত আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক অংশীজনদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

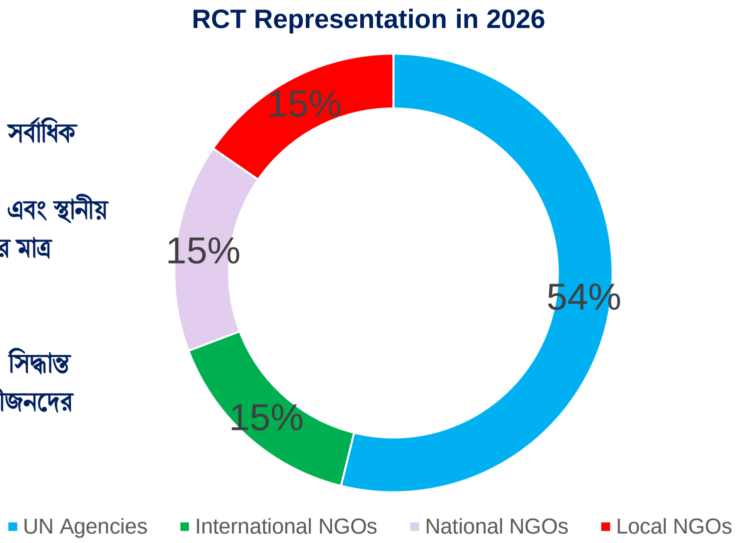

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে সেক্টর লিড/সেক্টর কো-লিড

সমন্বয় কাঠামোতে নেতৃত্ব:

- ৮টি প্রধান সেক্টর রয়েছে।
- এর মধ্যে ৮টি সেক্টরের নেতৃত্বই জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর হাতে।
- শুধুমাত্র ১টি সেক্টরে (শিক্ষা সেক্টর) একটি আন্তর্জাতিক এনজিও (INGO) কো-লিড হিসেবে রয়েছে।
- স্থানীয় কোনো এনজিওর (Local NGO) সেক্টর লিড হিসেবে কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই।
- স্থানীয় কোনো এনজিওর কো-লিড হিসেবেও কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই।

ফলে, মানবিক সমন্বয় ব্যবস্থা এখনো মূলত জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে।

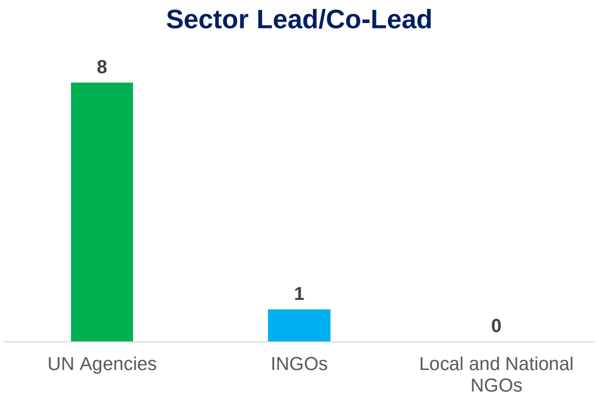

Joint Response Plan 2026

গবেষণার ফলাফলঃ

- জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর কাছে ৮৭.৯৬% তহবিল রয়েছে
- আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর কাছে ৭.৭৮%
- জাতীয় এনজিওগুলোর ৪.২৬%,
- স্থানীয় এনজিওগুলোর কাছে তহবিল আছে ০%

এটি স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওদের জন্য অত্যন্ত সীমিত আর্থিক সুযোগ থাকার ইঙ্গিত দেয়।

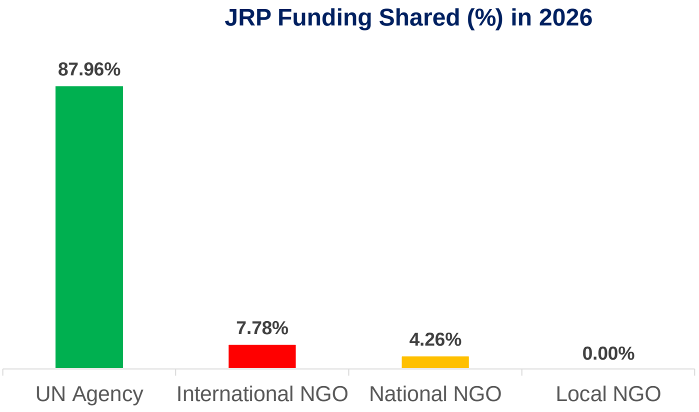

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রকল্প ও অংশীদারিত্ব

২০২৫ সালের জুন থেকে আগস্ট—এই তিন মাসে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে মোট ৬৩টি প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

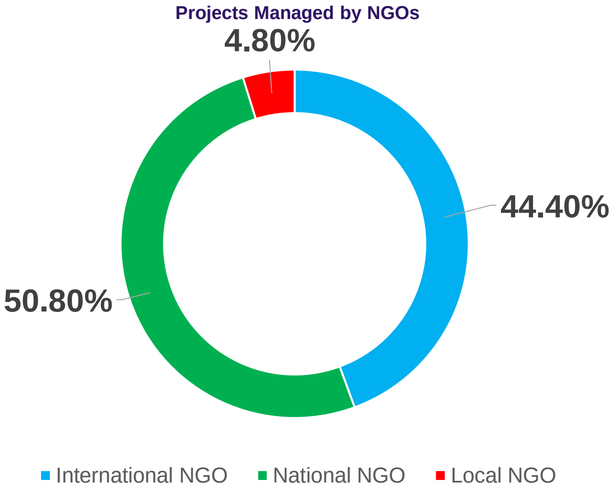

প্রকল্পের সংখ্যা ও টাকার পরিমান (মিলিয়ন টাকা)

ক্যাম্পে কার্যরত প্রতিষ্ঠানের ধরন	অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	অর্থায়নের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)	মোট অর্থায়নের শতাংশ
আন্তর্জাতিক এনজিও	২৮	৩৩০	৬৩.৬%
জাতীয় এনজিও	৩২	১৭৬	৩৩.৯%
স্থানীয় এনজিও	৩	১৩	২.৫%
মোট	৬৩	৫১৯	১০০%

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে পুলড ফান্ড

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে পুলড ফান্ড:
স্থানীয় সংস্থাগুলোর জন্য ব্র্যাক রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে একটি পুলড ফান্ড পরিচালনা করছে।

যেহেতু এই তহবিলটি শুধুমাত্র স্থানীয় এনজিওগুলোর জন্য নির্ধারিত, তাই তহবিল প্রাপ্ত সংস্থাগুলোর মধ্যে দেখা গেছে:

- ২২% হলো স্থানীয় এনজিও (৬টি স্থানীয় এনজিও)
- ৭৮% হলো জাতীয় এনজিও (২১টি এনজিও)

Pooled Fund receiver NGOs

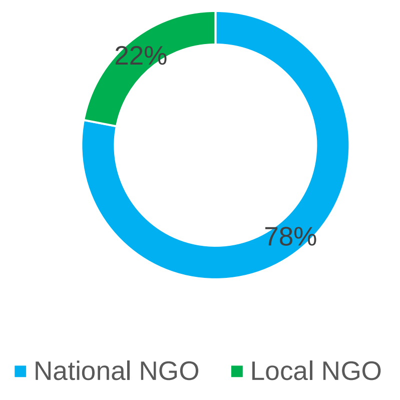

UN OCHA Pooled Fund Allocation

জাতিসংঘের OCHA-এর মাধ্যমে মার্কিন সরকারের সাম্প্রতিক তহবিল বরাদ্দ বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ:

- ১৫ কোটি মার্কিন ডলার (US$150 million)।
- ৯২% তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর জন্য।
- ৮% তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর জন্য।
- স্থানীয় এনজিওগুলোর জন্য বরাদ্দ: ০%।

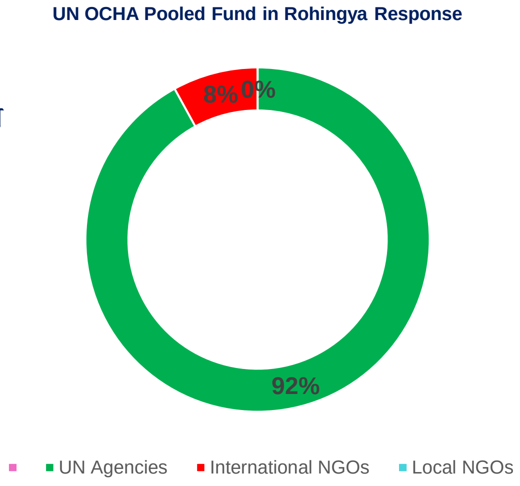

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে স্থানীয়করণ জোরদারের জন্য সুপারিশ

১. মানবিক সাড়াদানে কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় এনজিওগুলোর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা।

২. সেক্টরগুলোতে স্থানীয় এনজিওগুলোর কো-লিডারশিপ চালু করা।

৩. স্থানীয় সংস্থাগুলোর জন্য কমপক্ষে ২৫% সরাসরি তহবিল বৃদ্ধি করা।

৪. স্থানীয় সংস্থাগুলোর তহবিল প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে পুলড ফান্ডিং ব্যবস্থার সংস্কার করা।

৫. দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করা।

৬. আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় অংশীজনদের মধ্যে সমতাভিত্তিক ও পারস্পরিক জবাবদিহিমূলক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

৭. রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য একটি বাংলাদেশভিত্তিক স্থানীয়করণ কৌশল প্রণয়ন করা।

৮. স্থানীয় নেতৃত্বাধীন মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি জবাবদিহিতা আরও শক্তিশালী করা।

৯. স্থানীয়করণ অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরির জন্য একটি কার্যকর কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।

১০. মানবিক সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় এনজিও নেটওয়ার্কগুলোর ভূমিকা স্বীকৃতি, শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা।

- সর্বপরি, স্বেচ্ছায়, নিরাপদে এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন ও এর যৌথ প্রত্যাবাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- প্রত্যাবাসনের জন্য একটি যৌথ প্রত্যাবাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এতে প্রত্যাবাসনের একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ থাকতে হবে।
- এই প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গা কমিউনিটিকে যুক্ত করতে হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ